আদি-লীলা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তিবিলাসে (৭।১)—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বংহি যাতি যস্তং পাদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ডবয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পাদাব্জায়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বমভিপ্রেতম্। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর পৌগণ্ডলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্ত (যাঁহার) পাদাব্জয়োঃ (চরণপদ্মদ্বয়ে) সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (পুষ্পার্পণমাত্রেই) কুমনাঃ (মলিনচিত্ত ব্যক্তি) সুমনস্ত্বং (শুদ্ধচিত্তত্ব) যাতি হি (নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়), তং (সেই) চৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) ভজে (আমি ভজন করি)।

অনুবাদ। যাঁহার চরণকমলে পুষ্পার্পণমাত্রেই কুমনা ব্যক্তিও সুমনা হইয়া যায়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজন করি। ১।

পাদাব্জয়োঃ—পাদ (চরণ) রূপ অব্জে (পদ্মে); পাদপদ্মে। **সুমনঃ**—পুষ্প। **সুমনোঽর্পণ-মাত্রেণ**—পুষ্পের অর্পণমাত্রেই; পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করিবামাত্রই। **কুমনাঃ**—কুৎসিৎ মন যাহার; মলিনচিত্ত ব্যক্তি। **সুমনস্ত্বং**—শুদ্ধ-সত্ত্বচিত্তত্ব। যাঁহার চিত্ত মলিন, বিষয়াসক্ত—তিনিও যদি শ্রীচৈতন্যপ্রভুর চরণে একটী পুষ্পমাত্র শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করেন, তাহা হইলে পুষ্পার্পণমাত্রেই, প্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে তাঁহার চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই এইরূপ হওয়া সম্ভব।

যাঁহার চরণপদ্মে একটী পুষ্প অর্পণ করামাত্র মলিনচিত্তও তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তাঁহার চরণকমলের স্মরণে যে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনের যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা মনে করিয়াই কবিরাজ-গোস্বামী পৌগণ্ডলীলাবর্ণনপ্রারম্ভে প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২। **পৌগণ্ড**—পঞ্চমবর্ষের পরে দশমবর্ষবয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। **মুখ্য অধ্যয়ন**—পৌগণ্ডবয়সে প্রভু যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল অধ্যয়ন (পাঠ)। প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজনই ছিলনা; তথাপি নরলীলার আবেশে নর-বালকের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াই এই অধ্যয়নকে লীলা (ক্রীড়া) বলা হইয়াছে।

তথাহি।—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পৌগণ্ডেতি। চৈতন্য এব কৃষ্ণঃ তস্য পৌগণ্ডলীলা দশবর্ষপর্য্যন্তবিহারাদিলীলা অতি-সুবিস্তৃতা অতিসুন্দর-বিস্তৃতা ভবতি। কথম্ভূতা? বিদ্যারম্ভমুখা বিদ্যারম্ভাদিপাণিগ্রহণান্তা। পুনঃ কথম্ভূতা? মনোহরা আত্মমনোহরণশীলা ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। বিদ্যারম্ভমুখা (বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া) পাণিগ্রহণান্তা (বিবাহপর্য্যন্ত) চৈতন্য-কৃষ্ণস্য (শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের) মনোহরা (মনোহর) পৌগণ্ডলীলা (পৌগণ্ডলীলা) অতি সুবিস্তৃতা (অত্যন্ত বিস্তৃত)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের "বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পাণিগ্রহণপর্য্যন্ত" পৌগণ্ডলীলা মনোহরা এবং অতি সুবিস্তৃতা। ২।

অতি সুবিস্তৃতা—অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া সম্যক্ বর্ণনের অযোগ্য। **চৈতন্যকৃষ্ণ**—শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ। **বিদ্যারম্ভমুখা**—"বিদ্যারম্ভ" বলিতে সাধারণতঃ "হাতে খড়িকেই" বুঝায়; কিন্তু "হাতে খড়ি" রূপ বিদ্যারম্ভ এবং তাহার পরে দ্বাদশ-ফলাদি-শিক্ষা বাল্যলীলার মধ্যেই পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে (১।১৪।৯০); সুতরাং এই শ্লোকে "বিদ্যারম্ভ" শব্দে ব্যাকরণাদি-অধ্যয়নের আরম্ভকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। পৌগণ্ডের আরম্ভে প্রভু ব্যাকরণাদি-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। **পাণিগ্রহণান্তা**—বিবাহেই (পাণিগ্রহণেই) পৌগণ্ডলীলার অন্ত বা শেষ। প্রভুর বিবাহের পরেই কৈশোর-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, দশমবর্ষবয়স পূর্ণ হয়, এমন সময়েই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যৌবনের আরম্ভেই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। সপ্তম-অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"ষোড়শবৎসর প্রভু প্রথমযৌবন।" তারপরে তিনি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভুর অধ্যয়ন-লীলা বর্ণন করিয়া বিবাহ-লীলাবর্ণনার সূচনায় লিখিয়াছেন "কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন। বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।" কবি কর্ণপূরের উক্তিও শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির অনুকূল। তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু তৃতীয়সর্গের প্রথম শ্লোকেই তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দ্ধানের পরে "নবীন-লাবণ্যসুধাম্বু-ধারাভৃতা নবীনেন সদঙ্গকেন। তং যৌবরাজ্যে সকলস্য যূনঃ প্রসূনচাপোঽভিষিষে চ ভূয়ঃ।—নবীন-লাবণ্যসুধাধারাদ্বারা অভিসিঞ্চিত নবীন অঙ্গদ্বারা কন্দর্পদেব সমস্ত যুবকগণের যৌবরাজ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে অভিষিক্ত করিলেন।" এইবাক্যে প্রভুর যৌবন-সঞ্চারের কথাই জানা যায়। ইহার পরেই সুপণ্ডিত বিষ্ণু এবং আনন্দভাজন সুদর্শন এই দুইজন অধ্যাপকের নিকট এবং তৎপর গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকটে প্রভু অধ্যয়ন করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।৩।২-৩); ইহারও কিছু কাল পরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যৌবনারম্ভেই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল—পৌগণ্ডে নহে। তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপের বিবাহের চেষ্টাও বিশ্বরূপের ষোলবৎসর বয়সের সময়েই করা হইয়াছিল; (শ্রীচৈঃ চঃ মহাকাব্য ২।৯০)। ইহা হইতেও বুঝা যায়, অতি অল্পবয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া শচীমাতারও অভিপ্রেত ছিল না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মতে নিমাইয়ের ষোলবৎসর বয়স হওয়ার পরেই বনমালী-আচার্য্য শচীমাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও শচীমাতা বলিয়াছিলেন—"পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥" বিবাহে নিমাইয়ের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়াই তিনি পরে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। ষোলবৎসর বয়সে যে বিশ্বরূপের বিবাহের যোগাড় করা হইয়াছিল, তাহাও একমাত্র তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য-নিবারণের উদ্দেশ্যেই। যাহা

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৩
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৪
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৫
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা! মোরে দেহ এক দান ॥ ৬
মাতা কহে—তাহি দিব, যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥ ৭
শচী বোলেন—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হউক, কর্ণপূর বিবাহের পূর্ব্বে প্রভুকে "নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র" বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন (৩।১৭)। বিশেষতঃ এই বিবাহের ঘটকরূপে বনমালী-আচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে শচীমাতার নিকটে যাইয়া লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"বল্লভাচার্য্যের কন্যা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রূপগুণসম্পন্না লক্ষ্মীদেবী মনে মনে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন; আপনি কি তাঁহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবেন? ৩।১৩।১৪॥" ইহাতে বুঝা যায়, লক্ষ্মীদেবীও তখন নিতান্ত বালিকা ছিলেননা—কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিবার মত বুদ্ধির বিকাশ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। ৩।১০ শ্লোকে কর্ণপূর স্পষ্টই লিখিয়াছেন—প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী "সমাগতা যৌবনসীম্নি কিঞ্চিৎ—যৌবনসীমায় কিঞ্চিৎ পদার্পণ করিয়াছিলেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই বয়সে বড় ছিলেন। সুতরাং প্রভু যে তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়না।

কবিরাজ-গোস্বামী ১।১৩।২৪ পয়ারেও লিখিয়াছেন—"পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈলা"। কিন্তু এস্থলে আবার কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পৌগণ্ডের শেষভাগে বিবাহ-লীলার কথা লিখিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তী ২৫-২৭ পয়ারে পৌগণ্ডলীলার মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-লীলা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত না হইলে বরং "পাণিগ্রহণ যাহার অন্তে—যে পৌগণ্ডলীলার শেষে বা পরে পাণিগ্রহণ-লীলা—সেই পৌগণ্ডলীলা"—এইরূপ অর্থ করা সম্ভব হইতে পারিত।

৩। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভু ব্যাকরণ পড়িতেন। **সূত্রবৃত্তি**—১।১৩।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য ছাত্রের মত বার বার আবৃত্তি করিয়া প্রভুকে পাঠ শিখিতে হইত না; শুনামাত্রই সমস্ত তাঁহার স্মরণ থাকিত।

৪। **অল্পকালে**—পড়াশুনা আরম্ভ করার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই। **পঞ্জী**—পাঁজি; ১।১৩।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রবীণ**—অভিজ্ঞ; দক্ষ; ব্যুৎপন্ন। **চিরকালের পড়ুয়া**—যাঁহারা বহুকাল যাবৎ পড়া শুনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও। **জিনে**—(মহাপ্রভু) পরাজিত করেন। **হইয়া নবীন**—নূতন ছাত্র হইয়াও।

গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোলে, বহুকাল যাবৎ ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন, এমন অনেক ছাত্রও ছিলেন; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রভুর এত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, ব্যাকরণের বিষয়ে তিনি প্রাচীন ছাত্রদিগকেও পরাজিত করিয়া দিতেন।

৫। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের (শ্রীচৈতন্যভাগবতের) আদি খণ্ডে ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে প্রভুর অধ্যয়ন-লীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাই কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে তাহার কেবল উল্লেখ মাত্র করিলেন।

৬-৮। শচীমাতা পূর্ব্বে একাদশী-ব্রত পালন করিতেন না; পৌগণ্ড-বয়সে প্রভু একদিন মাতার চরণে প্রণাম করিয়া একাদশীতে অন্ন ত্যাগ করার নিমিত্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন; মাতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং তদবধি একাদশী-ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন।

একাদশীব্রত পালন করিলে শ্রীবিষ্ণু প্রীত হয়েন; "একাদশীব্রতং নাম বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্। হ, ভ, বি, ১২। ৭।" তাই, একাদশীব্রতের অপর নাম হরিবাসর। যে ব্রতের করণে ফল আছে, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়ও আছে, সেই ব্রতকে

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ৯

বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিত্য ব্রত বলে; শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া একাদশীব্রতের নিত্যত্ব এবং অবশ্য-কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ। হ, ভ, বি, ১২।৩।" একাদশী-ব্রতে ভোজন নিষেধ। "ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। হ, ভ, বি, ১২।১০॥" যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা সর্ব্বদাই অন্নাদি ভগবানে নিবেদিত করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন; বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্য ভোজনের বিধি নাই। একাদশীতে ভোজন-ত্যাগের বিধি থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব একাদশীতে মহাপ্রসাদান্নও গ্রহণ করিবেন না; তাই একাদশী ব্রত-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব। তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। ২৯৯॥" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত করণীয়। "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং-শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥ হ, ভ, বি ১২।৬॥" কেবল চতুর্ব্বর্ণের লোক নহে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আশ্রমের লোকেরই এই ব্রত কর্ত্তব্য। "ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্ক্তে গোমাংসমেবহি॥ হ, ভ, বি, ১৪।১৫-শ্লোকে উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন"। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং" ইত্যাদি শ্লোকস্থ "যোষিতাম্" শব্দদ্বারা সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই একাদশীতে উপবাসের কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, সধবার পক্ষে উপবাস কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ সংস্কারের অনুকূল একটা স্মৃতিবচনও আছে; "পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতি ভর্ত্তু র্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥—পতির জীবিতাবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে, সে তাহার স্বামীর আয়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করে।" এই স্মৃতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া, কেহ কেহ সধবা নারীর পক্ষে একাদশীর উপবাসও নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন; কিন্তু একাদশীর উপবাস নিষিদ্ধ নহে। স্মৃতির উক্ত বচনে সধবার পক্ষে যে ব্রতোপবাসের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রতোপবাসের সম্বন্ধে। একাদশী ব্যতীত অন্য ব্রতোপবাস করিবে না; কিন্তু একাদশী-ব্রতের উপবাস করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য; নচেৎ অন্য শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত বিরোধ জন্মে। সধবারও যে একাদশী-ব্রত কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। "সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তি-সংযুতঃ। একদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥—ভক্তিযুক্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণ সহ উভয়পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করিবে। হ, ভ, বি, ১২। ১৯।" এই বচনে "স্বভার্য্য—সস্ত্রীক" উপবাসের বিধি হইতেই একাদশীব্রতে সধবার উপবাসের বিধিও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে তাঁহার সধবা মাতাকে একাদশীতে উপবাস করার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং মাতাও যে তাহাতে সম্মত হইলেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে। একাদশী ও অন্য বৈষ্ণব-ব্রতসম্বন্ধে আলোচনা ২।২৪।২৫৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৯—১০। **মিশ্র**—শ্রীজগন্নাথমিশ্র। **বিশ্বরূপের**—শ্রীনিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরূপের। **দেখিয়া যৌবন**—বিশ্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া। কবি কর্ণপূর কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য (৩।১৭) হইতে জানা যায়, বিশ্বরূপের ষোল বৎসর বয়সের সময়েই মিশ্রঠাকুর তাঁহার বিবাহের যোগাড় করিয়াছিলেন। **শুনি**—পিতা তাঁহার বিবাহের যোগাড় করিতেছেন শুনিয়া।

বস্তুতঃ বিশ্বরূপের মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই পুত্রবৎসল মিশ্রঠাকুর পুত্রের বিবাহের যোগাড় করিতেছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্।৩।১৭); কিন্তু মিশ্রের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না; তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ পলাইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। **তীর্থ করিবার**—তীর্থ ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত।

শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু পিতা মাতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১১
ভাল হৈল—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল। ১২
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৩
একদিন নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥ ১৪
আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানী।
সুস্থ হৈঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৫
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥ ১৬
আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা? ॥ ১৭
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ১৮
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
'মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥' ১৯
এই মত নানা লীলা ক'রে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২০
কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাঢ়িল হৃদি শোক ॥ ২১
বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহে প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১-১৩। ক্রমে ক্রমে আটটি সন্তানের মৃত্যুর পর বিশ্বরূপের জন্ম; সুতরাং বিশ্বরূপ পিতামাতার যে কত আদরের বস্তু, তাহা পিতামাতাই জানিতেন। তাই বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভগবদ্-ভজনের উদ্দেশ্যে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা সুখের বিষয় হইলেও অপত্য-স্নেহের আধিক্যবশতঃ পিতা-মাতার দুঃখও স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য। যাহাহউক, বিশ্বরূপের বিরহে পিতামাতার দুঃখ দেখিয়া শ্রীনিমাই তাঁহাদিগকে বলিলেন—"বাবা, মা, ভগবদ্-ভজনের উদ্দেশ্যে দাদা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা তো অতি উত্তম কথা, তিনি নিজেও সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তাঁহার ভজনে পিতৃকুলও উদ্ধার পাইবে, মাতৃকুলও উদ্ধার পাইবে। তবে দাদা আর তোমাদের নিকট থাকিবেন না বলিয়া তোমাদের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু দাদা কি উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহা ভাবিয়া এই দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর। আমার দিকে চাহিয়া তোমরা দুঃখ দূর কর। দাদা গিয়াছেন—আমি তো আছি। বাবা, আমি তোমাদের নিকটে থাকিব; মা আমি তোমাদিগকে কখনও ছাড়িয়া যাইব না; তোমাদের কাছে থাকিয়া আজীবন তোমাদের সেবা করিব।" শ্রীনিমাইয়ের সুন্দর মুখের এই মিষ্ট বাক্য শুনিয়া পিতামাতার মন প্রসন্ন হইল।

১৪-১৫। **নৈবেদ্য তাম্বূল**—নিবেদিত পান; প্রসাদী পান। **আস্তেব্যস্তে**—উদ্বিগ্নচিত্তে খুব তাড়াতাড়ি করিয়া। **পানী**—পানীয়; জল।

১৬-১৯। এই কয় পয়ার প্রভুর উক্তি। **মাতাকে কহিও** ইত্যাদি—বিশ্বরূপের উক্তি; শ্রীনিমাই বলিলেন —"মা, দাদা তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার জানাইয়াছেন।"

শ্রীনিমাই এস্থলে বোধ হয় স্বীয় ভাবী সন্ন্যাসের ইঙ্গিতই দিলেন; অথচ তাহা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে এখন হইতেই পিতামাতার মনে দুঃখ না জন্মে, তদুদ্দেশ্যে বলিলেন "গৃহস্থ হইয়া আমি পিতামাতার সেবা করিব, তাহাতেই লক্ষ্মী-নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

২১। **কথোদিন রহি**—কিছুকাল পরে। **গেলা পরলোক**—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

২২। **পিতৃক্রিয়া**—শ্রাদ্ধাদি কার্য্য। **বিধি দৃষ্টে**—শাস্ত্রবিধি-অনুসারে।

কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন—।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৩

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই লোক শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া করিয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যু নাই, পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলও নাই; তথাপি প্রভুর লৌকিক-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত লৌকিক মৃত্যুর অভিনয় করিয়া মিশ্রঠাকুর অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং লৌকিক-লীলার অনুরোধে প্রভুও—পিতৃবিয়োগে অন্যান্য লোক যেমন শ্রাদ্ধাদি করে, তিনিও শাস্ত্রবিধি অনুসারে তদ্রূপ—পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলেন।

বিধিদৃষ্টে—শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে। শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধের বিশেষ-বিধি এই যে, বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন (মহাপ্রসাদ) দ্বারা পিণ্ড দিবে। হরিভক্তিবিলাস বলেন—"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ। তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতোনরঃ॥—ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। ৯।৮৪॥" হরিভক্তিবিলাসে এ সম্বন্ধে অন্য শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ হ, ভি, বি, ৯।৮৭-ধৃত পাদ্মবচন।—বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্য দেবতার পূজা করিবে; পিতৃগণকেও বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন দিবে; তাহা হইলে অক্ষয়-ফল পাওয়া যায়।" আরও বলা হইয়াছে—"যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা-পিতৃদেবতানাম্। তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥ ৯।৮৯-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন।—শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও তদ্‌যোগে তুলসীসমন্বিত পিণ্ড পিতৃদেবতাগণকে অর্পণ করিলে পিতৃগণ কোটিকল্প পর্য্যন্ত সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করেন।" স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তিও আছে। "দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্দিশ্য যদ্‌বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতম্। তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈবহি॥ হ, ভ, বি, ৯।৯০-ধৃতবচন॥—বিষ্ণুনিবেদিত দ্রব্যই দেবতাদিগকে এবং পিতৃগণকে দিবে।" এইরূপ অনেক শাস্ত্রবচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আর একটী বিশেষ বিধি এই যে, একাদশী-ব্রতদিনে যদি শ্রাদ্ধের তারিখ পড়ে, তবে সেই দিন শ্রাদ্ধ না করিয়া পরের দিন অর্থাৎ পারণের দিন শ্রাদ্ধ করিবে। "একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ হ, ভ, বি, ১২।২৯-ধৃত পাদ্ম-পুষ্করখণ্ডবচন।—একাদশী ব্রতদিনে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন ত্যাগ করিয়া দ্বাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। একাদশ্যাস্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ॥ ঐ-পাদ্মোত্তরখণ্ডবচন।—মাতাপিতার মৃতাহে একাদশী-ব্রত হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে; কখনও উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥—ঐ-স্কান্দবচন॥—একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।" ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ করিলে কি প্রত্যবায় হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। "যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং স্বেকাদশীদিনে। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরতেকঃ॥ হ, ভ, বি, ১২।২৯ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচন॥—একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিনজনই নরকে যায়।" উক্ত শাস্ত্রবচন-সমূহে একাদশী-শব্দে একাদশীর উপবাসদিনের কথাই বলা হইয়াছে; উপবাস যদি দ্বাদশীদিনেও হয়, তাহা হইলেও ঐ উপবাসদিনে (একাদশী-ব্রতদিনে) শ্রাদ্ধ না করিয়া পারণের দিনেই করিবে, ইহাই বিধি।

২৩-২৪। কথোদিনে—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে। **গৃহস্থ**—গৃহস্বামী। পিতার অন্তর্ধানের পরে প্রভুর উপরেই সংসার-পরিচালনের ভার পতিত হওয়ায় তিনি নিজেকে গৃহস্থ বা গৃহস্বামী বলিয়া পরিচিত করিলেন। **গৃহধর্ম্ম**—গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। **চাহি**—পালন করা উচিত। **গৃহিণী বিনা** ইত্যাদি—গৃহিণী (স্ত্রী) ব্যতীত (স্ত্রীর সাহচর্য্য ব্যতীত) গৃহধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে না, এই উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে। ৭।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ ৩

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥ ২৫
পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন গৃহমিতি। গৃহিণীং বিনা গৃহধর্ম্ম ন শোভতে তদাহ। গৃহং বাসস্থানং কেবলং ন গৃহং ইত্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ বদন্তীত্যর্থঃ। কিন্তু গৃহিণী গৃহধর্ম্মিণী গৃহমুচ্যতে হি, যতস্তয়া গৃহিণ্যা সহিতঃ মিলিতঃ সন্ পুরুষঃ সর্ব্বান্ ধর্ম্মার্থাদীন্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ইতি ।৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। **অন্বয়**। গৃহং (গৃহ) ন গৃহং (গৃহ নহে) ইতি (এইরূপ) আহুঃ (পণ্ডিতগণ বলেন); গৃহিণী (গৃহণী—পত্নী) গৃহং (গৃহ) উচ্যতে (কথিত হয়); তয়া (তাহার—সেই গৃহিণীর) সহিতঃ (সহিত) হি (ই) [গৃহী] (গৃহী ব্যক্তি) সর্ব্বান্ (সমস্ত) পুরুষার্থান্ (পুরুষার্থ) সমশ্নুতে (সম্ভোগ করে)।

অনুবাদ। কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না; গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়; যেহেতু, গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সহিতই সমস্ত পুরুষার্থের সম্ভোগ করেন ।৩।

পুরুষার্থান্—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটীকে পুরুষার্থ বলে। সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ—এই বিধি অনুসারে গৃহী ব্যক্তিকে স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়াই ধর্ম্মার্থাদি পুরুষার্থের অনুকূল অনুষ্ঠানাদি করিতে হয় এবং এই অনুষ্ঠানের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়াই গৃহী ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকেন; মোট কথা এই যে, স্ত্রী ব্যতীত গৃহী ব্যক্তির গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষিত হইতে পারেনা; এইরূপে গৃহিণী গৃহস্থের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়; যেহেতু, যাহার গৃহ নাই, তাঁহাকে যেমন গৃহস্থ বলা যায় না, তদ্রূপ যাঁহার গৃহিণী নাই—গৃহধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারেন না বলিয়া—তাঁহাকেও গৃহস্থ বলা সঙ্গত হইবে না। তাই, যিনি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। (১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারদ্বয়ের প্রমাণ এই শ্লোক। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৫। **দৈবে**—হঠাৎ; পূর্ব্বের কোনওরূপ বন্দোবস্ত বা সঙ্কল্প ব্যতীতই। **পড়িয়া আসিতে**—টোল হইতে অধ্যয়ন করিয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময়। **বল্লভাচার্য্যের কন্যা**—লক্ষ্মীদেবীকে। **গঙ্গাপথে**—গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে।

প্রভু নিজের পড়া সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, আর লক্ষ্মীদেবী নিজ বাড়ী হইতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

২৬। **পূর্ব্বসিদ্ধভাব**—পূর্ব্বের (অনাদি কালের) সিদ্ধ ভাব। প্রভু হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর লক্ষ্মীদেবী হইলেন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী; সুতরাং তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব হইল কান্তাভাব; তাঁহাদের এই কান্তাভাব অনাদি-সিদ্ধ; নবদ্বীপ-লীলার প্রারম্ভে লৌকিক লীলার অনুরোধে এই অনাদিসিদ্ধ কান্তাভাব প্রচ্ছন্ন ছিল; এইক্ষণে হঠাৎ পরস্পরের দর্শনে উভয়ের মনেই সেই ভাব প্রকটিত হইল—লক্ষ্মীদেবীকে পত্নীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রভুর মনে জাগিল এবং প্রভুকে পতিরূপে পাওয়ার ইচ্ছা লক্ষ্মীদেবীর মনে জাগিল। (পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা এবং পরবর্ত্তী ১।১৬।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

উক্ত ঘটনার পরে সেই দিনই বনমালী-ঘটক যাইয়া শচীমাতার নিকটে শ্রীনিমাইয়ের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন॥ ২৭
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস।
এই ত পৌগণ্ডলীলার সূত্রের প্রকাশ॥ ২৮
পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥ ২৯
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল॥ ৩০
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রস্তাব করিলেন। "ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র-বনমালী নাম। সেইদিন গেলা তেঁহো শচীদেবী-স্থান॥ * * * আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য। পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি ৭ম অধ্যায়।"

২৭। **শচীর ইঙ্গিতে**—শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, বনমালী-ঘটকের প্রস্তাবে শচীমাতা প্রথমে সম্মতি দেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন—"নিমাইর আগে লেখা পড়া শেষ হউক, তারপর বিবাহের কথা।" শুনিয়া একটু বিষণ্ণচিত্তে ঘটক ফিরিয়া যাইতেছিলেন; পথে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; প্রভু প্রশ্ন করিয়া সমস্ত কথা জানিলেন। তারপর প্রভু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া "জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে। আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে॥" এই বাক্যে শচীমাতা নিমাইয়ের মুখে তাঁহার বিবাহের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাইলেন; তখন তিনি ঘটক বনমালী-আচার্য্যকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং লক্ষ্মীদেবীর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন।

২৮। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ-লীলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে প্রভুর পৌগণ্ড-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না (পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩০। **চৈতন্যমঙ্গলে**—শ্রীল বৃন্দাবনদাসকৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে।